প্রথম আলো

তারিখ 13 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১০ অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ!

রাসেল রাব্বী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ১০ জন অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে-বাইরে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নিয়োগ আগে হয়নি।

গত বছর সিনেটে শিক্ষকদের চাকরির বয়স দুই বছর বাড়ানো হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করেনি। এরপর সিনেটের ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। তবে বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় ১০ অধ্যাপককে ছয় মাসের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

১০ অধ্যাপককে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মে তাঁরা বেতন-ভাতা পাবেন বলেও সিদ্ধান্ত হয়।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) আফসার আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের নজির নেই। এমন নিয়োগ শিক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন ও বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ছয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-সমর্থক শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এঁরা হলেন সাবেক উপাচার্য খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মো. আবু সাইদ খান, রসায়ন বিভাগের মো. আবদুল হাই ও মো. রবিউল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের মো. এনামুল হক খান এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের রাজিয়া সুলতানা।

অন্যদিকে রসায়ন বিভাগের কাজী আলী আজম ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মোহাম্মদ সলিমউল্লাহ আওয়ামী লীগ-সমর্থক শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে বাংলা বিভাগের সৌদা আখতার এবং সাবেক উপাচার্য মুনিরুজ্জামানের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা স্পষ্ট নয়।

গত ১২ আগস্ট সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় এ বছরের ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য তাঁদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, একজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপককে অতি প্রয়োজনীয় মনে করলে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইমেরিটাস অধ্যাপক অথবা সুপার নিউমারারি (সংখ্যাতিরিক্ত) অধ্যাপক হিসেবে রাখতে পারে। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার নজির নেই।

জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, আগে এমন নিয়োগ হয়নি, এটা সত্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট চাকরির বয়সসীমা বাড়ালেও মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করেনি। এ জন্য তাঁদের সম্মান দেখিয়ে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, তাঁদের বেতন-ভাতার অর্থ ইউজিসি থেকে পাওয়ার চেষ্টা করবেন। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাত থেকে তা দেওয়া হচ্ছে।

গত বছরের ২২ মার্চ সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাবটি সিনেটে উত্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হয়। এরপর ৩ মে বিশেষ সিনেট সভায় চাকরির বয়স বাড়ানোর প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন সিনেট সদস্যরা। সভায় সিনেট সদস্য ও টাঙ্গাইল-১ আসনের সাংসদ মো. আবদুর রাজ্জাক এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও চাকরির বয়সসীমা ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এরপর বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলে তা অনুমোদন করা হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে গত ২৭ জুন ৩৪তম বার্ষিক সিনেট সভায় বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনা হয়। তখন কয়েকজন সিনেট সদস্য বয়স বাড়ানোর বিরোধিতা করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি স্থগিত হয়ে যায়। পরে ৩১ জুলাই সিনেটের জরুরি সভায় আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে চাকরির বয়স ৬৫ বছর পুনর্বহাল করা হয়।

এতে আপত্তি জানিয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষকেরা জরুরি সিনেট সভা প্রায় এক ঘণ্টার জন্য অবরোধ করেন। তাঁরা ১০ অধ্যাপককে 'সম্মানজনক প্রস্থান' করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান। এই দাবি অনুযায়ী ১০ অধ্যাপককে ছয় মাসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্বাস পেয়ে গত বছরের ৩০ জুন থেকে এ বছরের ২৯ জুন পর্যন্ত যে অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি (এলপিআর) ছিল, সেটি চাকরিকাল হিসেবে পার করেন ওই ১০ অধ্যাপক। কিন্তু এক বছর পরই বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করায় নতুন জটিলতা সৃষ্টি হয়।

সিন্ডিকেট ও অর্থ কমিটির একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নিয়োগপ্রাপ্তরা বেতন-ভাতা পাবেন। এ জন্য কমপক্ষে ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন।

এর উৎস জানতে চাইলে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আবুল খায়ের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে পারে। এই টাকা ইউজিসির কাছে চাওয়া হবে।

তবে ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ মোহাব্বত খান *প্রথম আলোকে* বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি আগে শুনেছেন বলে তাঁর মনে পড়ছে না। তবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি এমন নিয়োগ দিয়ে থাকে, তাহলে কেন দিয়েছে এবং কীভাবে দিয়েছে, এর ব্যাখ্যা ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিতে পারবে।